



23388 - মুদ্রাস্ফীতির প্রক্ষেপিতে প্রদয়ে মুনাফা সুদ

প্রশ্ন

আমি জানি যে, সুদ প্রদান করা হারাম। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির প্রক্ষেপিতে উদ্ভূত সুদ প্রদান করার হুকুম কি? উদাহরণতঃ আমি যদি ৫০ পাউন্ড ঋণ নই এবং সটো পাঁচ বছর পরে ফেরত দিতে চাই, পাঁচ বছর পরে ৫০ পাউন্ডের মূল্য পরবর্তন হয়ে যাবে। তাই আমি যাই ঋণ গ্রহণ করছি পাঁচ বছর পরে সটোর মূল্যের সমান অংক পরিশোধ করব।

আমি ছাত্রদের জন্য প্রদয়ে ঋণ গ্রহণ করতে চাই। এই ঋণের উপর মুদ্রাস্ফীতির মুনাফা আছে। এটা কি জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনি যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ বছরের জন্য ৫০ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেন তাহলে আপনার উপর এই মুদ্রাতে কেবল এই অংকটি ছাড়া অন্য কিছু পরিশোধ করা আবশ্যিক নয়। এমনকি যদি মুদ্রার দর পড়ে যায় তবুও; যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুদ্রাতে লেনদেনে চলমান থাকে।

ইতিপূর্ববে 12541 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রার দাম কমে যাওয়ার কারণে ঋণ পরিশোধে অতিরিক্ত প্রদান করা হারাম এবং এটি সুদ হিসেবে গণ্য। এটাই জমহুর আলমেরে অভিমত।

দুই:

যে ব্যক্তি কোন এক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে অন্য মুদ্রায় পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি সুদে লিপ্ত হলেন। কেননা এই লেনদেনের স্বরূপ হচ্ছে এক শ্রণীর নগদ মুদ্রাকে অন্য শ্রণীর মুদ্রায় বাকীতে বকির করা। এটি হারাম। এটিও এক প্রকার সুদ। যটোক বলা হয় ‘রবি নাসিয়া’।

কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করার সময় ঋণদাতার সাথে অন্য মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করার সমঝোতা করে নতি পাবেন।

পূর্বোক্ত উদাহরণে যখন পাঁচ বছর অতিবাহিত হবে তখন ৫০ পাউন্ড পরিশোধ করা আপনার উপর আবশ্যিক হবে। তবে ঋণ পরিশোধ করার দনি আপনি ঋণদাতার সাথে সমঝোতা করতে পারেন যে, আপনি তাকে অন্য মুদ্রাতে যমেন ডলারে সমমূল্য



পরিশোধ করবনে। তবে শর্ত হলো সটো পরিশোধ করার দিনের বনিমিয় দর (exchange rate)-এ হতে হবে।

তনি:

পক্ষান্তরে, এমন কোন ঋণ গ্রহণ করা যার উপর মুদ্রাস্ফীতির মুনাফা আছে: ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলায় অতিরিক্ত গ্রহণ করা— হারাম ও তা সুদ। সুতরাং এই ঋণ গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহণকারী, সুদদাতা, সুদরে লখেক, সুদরে সাক্ষীদ্বয় সকলকে লানত করছেন এবং বলছেন: তারা সবাই সমান।[সহি মুসলমি (১৫৯৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।